নির্বাচন অগ্রাধিকার

অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৪.১৯-৭৯

তারিখঃ ০৯ মাঘ ১৪২৫ / ২২ জানুয়ারি ২০১৯

পরিপত্র-৩

বিষয়: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শূন্য পদে উপনির্বাচন এবং একই সিটি কর্পোরেশনের ৯ ও ২১ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের শূন্য পদে নির্বাচন এবং ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত অংশে নবগঠিত ওয়ার্ডসমূহের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের প্রার্থীদের আচরণ বিধি অনুসরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শূন্য পদে উপ-নির্বাচন এবং একই সিটি কর্পোরেশনের ৯ ও ২১ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের শূন্য পদে উপ-নির্বাচন এবং ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত অংশে নবগঠিত ওয়ার্ডসমূহের কাউন্সিলর পদের নির্বাচনের জন্য ইতোমধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন হবে। ফলে সকল প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেন আচরণ বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রদান করতে হবে। আচরণ বিধি প্রতিপালনের কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

০২। **নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর তারিখঃ** নির্বাচন-পূর্ব সময় অর্থাৎ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর হতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত প্রত্যেক প্রার্থীকে সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধানসমূহ পরিচালনা করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৫ অনুসারে প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কোন নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করতে পারবেন না। বিষয়টি সম্পর্কে সকল প্রার্থীকে সচেতন করতে হবে।

০৩। **মাইক্রোফোন ব্যবহারঃ** অতীতে দেখা গিয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থীগণ সকাল হতে অধিক রাত পর্যন্ত মাইক ব্যবহার করে থাকেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একই সংগে পথসভার জন্য ০১টি এবং নির্বাচনি প্রচারণায় ০১টির অধিক মাইক ব্যবহার করে থাকেন। প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান একটি ওয়ার্ডে পথসভা বা নির্বাচনি প্রচারণার কাজে একের অধিক মাইক্রোফোন বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন না। কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকার পূর্বে এবং রাত ৮ (আট) ঘটিকার পরে করা যাবে না।

০৪। **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহারঃ** পোস্টার অবশ্যই সাদা-কালো হতে হবে এবং এর আয়তন ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটারের অধিক হতে পারবে না। পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (portrait) হতে হবে এবং কোন অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি ছাপানো যাবে না। সাধারণ ছবির আকার ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এর অধিক হতে পারবে না। নির্বাচনি প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই ৩ (তিন) মিটারের অধিক হতে পারবে না। নির্বাচনি প্রচারণায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কারো নাম, ছবি বা প্রতীক ছাপাতে কিংবা ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হলে সেই ক্ষেত্রে তিনি কেবল তার দলের বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে বা লিফলেটে ছাপাতে পারবেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রতীক ব্যবহার বা প্রদর্শনের জন্য একাধিক রং ব্যবহার করতে পারবেন না। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান

মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাতে পারবেন না। একই সাথে নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত দেওয়াল বা যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাতে পারবেন না। তবে ভোটকেন্দ্র ব্যতীত নির্বাচনি এলাকার যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাতে বা টাঙ্গাতে পারবেন।

০৫। **ভোটার স্লিপ ব্যবহারঃ** প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীগণ নির্বাচনি প্রচারণাকালে স্থানীয় সরকার (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৯ অনুসরণ করে মুদ্রণকৃত ভোটার স্লিপ প্রদান করতে পারবেন। তবে কোন ভোটকেন্দ্রের ১৮০ (একশত আশি) মিটারের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ করতে পারবেন না।

০৬। **প্রতীক হিসেবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহারঃ** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসেবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাবে না।

০৭। **মিছিল বা শো-ডাউন নিষিদ্ধঃ** মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাবে না বা প্রার্থী ৫(পাঁচ) জনের অধিক সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন না।

০৮। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্তঃ** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যতীত কোন জনসভা বা শোভাযাত্রা করতে পারবেন না। পথসভা ও ঘরোয়া সভা করতে চাইলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে তার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে, যাতে উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এইরূপ কোন সড়কে পথসভা বা তদুদ্দেশ্যে কোন মঞ্চ তৈরি করতে পারবেন না। প্রতিপক্ষের পথসভা বা ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা তাতে বাধা প্রদান বা কোন গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন না।

০৯। **বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাবে না।

১০। **গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না। নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) বর্গমিটারের অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল বা ক্যাম্প তৈরি করতে পারবেন না। নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করতে পারবেন না। কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করতে পারবেন না।

১১। **নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী প্রতি থানায় একের অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করতে পারবেন না। কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) ভোটারের হারে একের অধিক এবং সর্বোচ্চ তিনটির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করতে পারবেন না। নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসে কোন টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।

১২। **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃংখল আচরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** (ক) কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এরূপ কোন বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাবে না;

(গ) অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কারও শান্তি ভঙ্গ করা যাবে না।

১৩। **বিস্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) এর section 4 এর clause (1) এ সংজ্ঞায়িত explosive, Explosive Substances Act, 1908 (Act No. VI of 1908) এর Section 2 এ সংজ্ঞায়িত explosive substance এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878) এর section 4 এ সংজ্ঞায়িত arms ও ammunition বহন করতে পারবেন না।

১৪। **ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

১৫। **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌযান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল বা মশাল মিছিল বা অন্য কোন প্রকারের মিছিল বের করতে পারবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করতে পারবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারকার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাবে না, তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করতে পারবে না; এবং

(গ) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাতে পারবেন না।

১৬। **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোন রং এর কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোন লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্র অংকন করে নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

১৭। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ**

(১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাবে না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে না। উল্লেখ যে, আচরণ বিধিমালার সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চিফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলের নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে বুঝানো হয়েছে।

(৩) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলর বা অন্য কোন পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন বা ইতোপূর্বে অনুমোদিত কোন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্ত বা প্রদান করতে পারবেন না।

১৮। **মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় বাধা প্রদান নিষেধ।-** (১) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের কেউ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

(২) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কেউ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

১৯। **প্রার্থীদের অবহিতকরণঃ** উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্ণিত বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনে প্রার্থীদেরকে বৈঠকে আহবান জানিয়ে বা অন্যভাবে আচরণ বিধিমালার বিধি বিধানসমূহ এবং শাস্তির বিধানসমূহ প্রার্থীদের অবহিত করতে পারবেন।

২০। **আচরণ বিধিমালার অন্যান্য বিধান পরিপালনঃ** উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর অন্যান্য বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, আচরণ বিধিমালাটি ইতোমধ্যে জারীকৃত পরিপত্র-১ এর সংলগ্নী হিসাবে আপনার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পকেট সাইজে মুদ্রিত আচরণবিধি সত্বর আপনার নিকট প্রেরণ করা হবে।

২১। **বিধিমালার বিধান অনুসরণঃ** নির্বাচন আচরণবিধি সংক্রান্ত পরিপত্র বা ম্যানুয়েলে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর কোন বিধান সাংঘর্ষিক হলে বা অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে অথবা অষ্পষ্ট প্রতিয়মান হলে সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধিই কার্যকর হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে।

২২। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হল।

22/1/19

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

সংলগ্নী: বর্ণনা মোতাবেক

১। যুগ্মসচিব, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-১
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা
ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৪.১৯-৭৯

তারিখঃ ০৯ মাঘ ১৪২৫ / ২২ জানুয়ারি ২০১৯

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৩. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৪. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫. সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. পরিচালক (জনসংযোগ) ও যুগ্মসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৫. জেলা প্রশাসক, ঢাকা
১৬. পুলিশ সুপার, ঢাকা
১৭. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৮. সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা
১৯. সার্কেল অফিসার, তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল, ঢাকা
২০. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা
২১. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২২. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৪. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৫. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট থানা)

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোন ও ফ্যাক্সঃ ০২-৫৫০০৭৫৫৮

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৪.১৯-৭৯ তারিখঃ ০৯ মাঘ ১৪২৫ / ২২ জানুয়ারি ২০১৯

পরিপত্র-৩

বিষয়: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শূন্য পদে উপনির্বাচন এবং একই সিটি কর্পোরেশনের ৯ ও ২১ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের শূন্য পদে নির্বাচন এবং ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত অংশে নবগঠিত ওয়ার্ডসমূহের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের প্রার্থীদের আচরণ বিধি অনুসরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শূন্য পদে উপ-নির্বাচন এবং একই সিটি কর্পোরেশনের ৯ ও ২১ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের শূন্য পদে উপ-নির্বাচন এবং ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত অংশে নবগঠিত ওয়ার্ডসমূহের কাউন্সিলর পদের নির্বাচনের জন্য ইতোমধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন হবে। ফলে সকল প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেন আচরণ বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রদান করতে হবে। আচরণ বিধি প্রতিপালনের কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

০২। **নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর তারিখঃ** নির্বাচন-পূর্ব সময় অর্থাৎ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর হতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত প্রত্যেক প্রার্থীকে সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধানসমূহ পরিচালনা করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৫ অনুসারে প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কোন নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করতে পারবেন না। বিষয়টি সম্পর্কে সকল প্রার্থীকে সচেতন করতে হবে।

০৩। **মাইক্রোফোন ব্যবহারঃ** অতীতে দেখা গিয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থীগণ সকাল হতে অধিক রাত পর্যন্ত মাইক ব্যবহার করে থাকেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একই সংগে পথসভার জন্য ০১টি এবং নির্বাচনি প্রচারণায় ০১টির অধিক মাইক ব্যবহার করে থাকেন। প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান একটি ওয়ার্ডে পথসভা বা নির্বাচনি প্রচারণার কাজে একের অধিক মাইক্রোফোন বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন না। কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকার পূর্বে এবং রাত ৮ (আট) ঘটিকার পরে করা যাবে না।

০৪। **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহারঃ** পোস্টার অবশ্যই সাদা-কালো হতে হবে এবং এর আয়তন ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটারের অধিক হতে পারবে না। পোস্টারে ছাপানো ছবি সাধারণ ছবি (portrait) হতে হবে এবং কোন অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমার ছবি ছাপানো যাবে না। সাধারণ ছবির আকার ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এর অধিক হতে পারবে না। নির্বাচনি প্রতীকের আকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা কোনক্রমেই ৩ (তিন) মিটারের অধিক হতে পারবে না। নির্বাচনি প্রচারণায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কারো নাম, ছবি বা প্রতীক ছাপাতে কিংবা ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হলে সেই ক্ষেত্রে তিনি কেবল তার দলের বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে বা লিফলেটে ছাপাতে পারবেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রতীক ব্যবহার বা প্রদর্শনের জন্য একাধিক রং ব্যবহার করতে পারবেন না। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd
\\10.1.0.50\Share\00.A2.1978\dcc pari\DCC_ PORIPATRA-3_24.01.2019.doc

মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাতে পারবেন না। একই সাথে নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত দেওয়াল বা যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাতে পারবেন না। তবে ভোটকেন্দ্র ব্যতীত নির্বাচনি এলাকার যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাতে বা টাঙ্গাতে পারবেন।

০৫। **ভোটার স্লিপ ব্যবহারঃ** প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীগণ নির্বাচনি প্রচারণাকালে স্থানীয় সরকার (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৯ অনুসরণ করে মুদ্রণকৃত ভোটার স্লিপ প্রদান করতে পারবেন। তবে কোন ভোটকেন্দ্রের ১৮০ (একশত আশি) মিটারের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ করতে পারবেন না।

০৬। **প্রতীক হিসেবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহারঃ** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসেবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাবে না।

০৭। **মিছিল বা শো-ডাউন নিষিদ্ধঃ** মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শো-ডাউন করা যাবে না বা প্রার্থী ৫(পাঁচ) জনের অধিক সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন না।

০৮। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্তঃ** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পথসভা ও ঘরোয়া সভা ব্যতীত কোন জনসভা বা শোভাযাত্রা করতে পারবেন না। পথসভা ও ঘরোয়া সভা করতে চাইলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে তার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে, যাতে উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এইরূপ কোন সড়কে পথসভা বা তদুদ্দেশ্যে কোন মঞ্চ তৈরি করতে পারবেন না। প্রতিপক্ষের পথসভা বা ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড বা তাতে বাধা প্রদান বা কোন গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন না।

০৯। **বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাবে না।

১০। **গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না। নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) বর্গমিটারের অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল বা ক্যাম্প তৈরি করতে পারবেন না। নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করতে পারবেন না। কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করতে পারবেন না।

১১। **নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী প্রতি থানায় একের অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করতে পারবেন না। কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) ভোটারের হারে একের অধিক এবং সর্বোচ্চ তিনটির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করতে পারবেন না। নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসে কোন টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।

১২। **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃংখল আচরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** (ক) কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এরূপ কোন বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না;

(খ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাবে না;

(গ) অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কারও শান্তি ভঙ্গ করা যাবে না।

১৩। **বিস্ফোরক দ্রব্য বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) এর section 4 এর clause (1) এ সংজ্ঞায়িত explosive, Explosive Substances Act, 1908 (Act No. VI of 1908) এর Section 2 এ সংজ্ঞায়িত explosive substance এবং Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878) এর section 4 এ সংজ্ঞায়িত arms ও ammunition বহন করতে পারবেন না।

১৪। **ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

১৫। **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌযান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল বা মশাল মিছিল বা অন্য কোন প্রকারের মিছিল বের করতে পারবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করতে পারবে না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারকার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাবে না, তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করতে পারবে না; এবং

(গ) ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাতে পারবেন না।

১৬। **দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ** কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যে কোন রং এর কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেওয়াল বা যানবাহনে কোন লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্র অংকন করে নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

১৭। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধঃ**

(১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাবে না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে না। উল্লেখ যে, আচরণ বিধিমালার সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চিফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলের নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে বুঝানো হয়েছে।

(৩) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলর বা অন্য কোন পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন বা ইতোপূর্বে অনুমোদিত কোন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্ত বা প্রদান করতে পারবেন না।

১৮। **মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় বাধা প্রদান নিষেধ।-** (১) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের কেউ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

(২) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কেউ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

১৯। **প্রার্থীদের অবহিতকরণঃ** উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্ণিত বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনে প্রার্থীদেরকে বৈঠকে আহবান জানিয়ে বা অন্যভাবে আচরণ বিধিমালার বিধি বিধানসমূহ এবং শাস্তির বিধানসমূহ প্রার্থীদের অবহিত করতে পারবেন।

২০। **আচরণ বিধিমালার অন্যান্য বিধান পরিপালনঃ** উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর অন্যান্য বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, আচরণ বিধিমালাটি ইতোমধ্যে জারীকৃত পরিপত্র-১ এর সংলগ্নী হিসাবে আপনার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পকেট সাইজে মুদ্রিত আচরণবিধি সত্বর আপনার নিকট প্রেরণ করা হবে।

২১। **বিধিমালার বিধান অনুসরণঃ** নির্বাচন আচরণবিধি সংক্রান্ত পরিপত্র বা ম্যানুয়েলে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর কোন বিধান সাংঘর্ষিক হলে বা অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে অথবা অস্পষ্ট প্রতিয়মান হলে সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধিই কার্যকর হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে।

২২। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হল।

২২/০১/১৯

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

সংলগ্নী: বর্ণনা মোতাবেক

১। যুগ্মসচিব, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-১
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা
ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৪.১৯-৭৯

তারিখঃ ০৯ মাঘ ১৪২৫ / ২২ জানুয়ারি ২০১৯

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৩. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৪. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫. সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. পরিচালক (জনসংযোগ) ও যুগ্মসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৫. জেলা প্রশাসক, ঢাকা
১৬. পুলিশ সুপার, ঢাকা
১৭. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৮. সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা
১৯. সার্কেল অফিসার, তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল, ঢাকা
২০. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা
২১. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২২. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৪. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৫. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট থানা)

২৭/০১/১৯

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোন ও ফ্যাক্সঃ ০২-৫৫০০৭৫৫৮

\\150.1.190.50\Share\00.A2.1978\dcc pari\DCC_ PORIPATRA-3_24.01.2019.doc